আমরা শোকাহত

মহাকালের আবর্তে জগতে কখনও কখনও এমন কিছু ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে যারা গতানুগতিক পথ অনুসরণ না করে নিজের দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার দ্বারা লক্ষ্য স্থির করত কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদেরকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা ও অপরিসীম নিষ্ঠার সমন্বয় ঘটিয়ে তাঁকে গড়ে তোলেন উন্নয়নের আলোক বর্তিকা হিসেবে। ব্যক্তি আর উন্নয়ন যেখানে হয়ে উঠে সমার্থক। ব্যক্তির পরিচয়েই পরিচিতি পেয়ে যায় তার প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি হয়ে যান একাকার। হয়ে উঠেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়,স্মরণীয়, বরণীয়। ঠিক এমনই একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান প্রকৌশলী মরহুম কামরুল ইসলাম সিদ্দিক। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বলতেই আজও সব মানুষের মনে ভেসে উঠে তাঁর অবয়ব। তিনি আজ আমাদের মাঝে নেই কিন্তু আছে তাঁর স্মৃতি, কর্ম, আর প্রাণপ্রিয় সংগঠন এলজিইডি। শুধু গ্রামবাংলার উন্নয়নে স্বপ্নদ্রষ্টাই নন, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের রূপকার এ মহান ব্যক্তিত্ব ১৯৪৫ সালের ১৯ জানুয়ারি কুষ্টিয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাস্তব জীবনে তিনি শুধু একজন সফল প্রকৌশলীই ছিলেন না, একই সাথে ছিলেন একজন সচেতন নাগরিক, প্রকৃতি প্রেমিক, প্রগতি আর উন্নয়নের মূর্ত প্রতীক। নিজ পেশার পাশাপাশি একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন স্বনির্ভর আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নদর্শী এই ব্যক্তি তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রতিনিয়ত কাজে লাগাতেন তাঁর নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি। আর তার সুফল জনসাধারণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার স্বার্থে সারা দেশে ছড়িয়ে দেন তাঁর প্রাণ প্রিয় সংগঠন এলজিইডি।

শেষ জীবনে এসে তিনি কৃষি নির্ভর গ্রামীণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় পানি নিয়ে কাজ শুরু করেন এবং নিজের দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ব ও পরম নিষ্ঠার গুণে এলজিইডিতে ক্ষুদ্র পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প আনতে সক্ষম হন। আজ এই প্রকল্পটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উন্নয়নে সুফল বয়ে আনছে। ২০০৩-০৪ সালে তিনি দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশীপের চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন কাল থেকে শুরু করে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশীপের চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন কালেও এ সেক্টরের উন্নয়নে কাজ করে গেছেন।

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক প্রকৌশলীদের প্রধান সংগঠন 'ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইইবি)' সভাপতি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এলজিইডি কর্তৃক প্রথম রাবার ড্যাম বাস্তবায়ন যা আজ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (পাউবো) ও অন্যান্য সংস্থা অনুসরণ করছে। এছাড়া সৌরশক্তি ব্যবহারেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। কোস্টাল হাইওয়ে, বিদ্যুৎ সংকট নিরসন, পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, সোলার এনার্জি বিষয়েও ছিল তাঁর আধুনিক প্রস্তাব। মৃত্যুর মাত্র আড়াই ঘন্টা পূর্বে 'ডিটিসিবি' সম্পর্কে করণীয় বিষয় সম্পর্কে ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরির কাছে পাঠানো ইমেইলই প্রমাণ করে তিনি কতটা কর্মব্যস্ত থাকতেন। দেশের উন্নয়নে সদা সচেষ্ট এই মহান পুরুষ মাত্র ৬৩ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ০১ সেপ্টেম্বর, সোমবার বাংলাদেশ সময় সকাল ১১.৩০ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি অঙ্গরাজ্যে নিজ পুত্রের বাসায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে...)। মহান সৃষ্টিকর্তা তাঁকে বেহেস্তবাসী করুন।

সম্পাদকঃ মোঃ আনোয়ারুল হক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট। এলজিইডি প্রধান কার্যালয়, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৮), শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। ফোনঃ ৯১২৭১৬৩, ফ্যাক্সঃ ৯১২৫০৯১, ই-মেইলঃ gmpaniwary@yahoo.com. মোঃ মশিউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত।

PANI SAMPAD BARTA

ISSN 1607-9841

এলজিইডি

পানি সম্পদ বার্তা

এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের ত্রৈমাসিক বুলেটিন
Quarterly Bulletin of the Integrated Water Resources Management Unit of LGED

সংখ্যা ২৬-২৭, জুলাই - ডিসেম্বর ২০০৮
ISSUE 26-27, JULY - DECEMBER 2008

নবগঙ্গা খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির
জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০০৮ লাভ

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ও প্রকল্প পরিচালক, এসএসডব্লিউআরডি-২, মোঃ মশিউর রহমান এর সাথে শ্রেষ্ঠ সমবায় পুরস্কার হাতে সমিতির নেতৃবৃন্দ।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় উপকারভোগী জনসাধারণের সমন্বয়ে গঠিত চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর উপজেলার নবগঙ্গা খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিঃ চলতি ২০০৮ সালে জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ কৃষিভিত্তিক সমবায় সমিতি নির্বাচিত হয়েছে। ২০০৮ সালে যে সকল সমবায় সমিতি ও ব্যবসায়ী সমবায়ের মাধ্যমে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে, তাদের মধ্য হতে উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বাছাইয়ের পর জাতীয় কমিটি কর্তৃক পুরস্কার প্রদানের জন্য ১০টি সমবায় সমিতি ও ১০ জন সমবায়ীকে ২০০৮ সালের জাতীয় পুরস্কার প্রদানের জন্য নির্বাচিত করা হয়। এতে ক্যাটাগরি-১ (কৃষি ভিত্তিক সমিতি) বিভাগে নবগঙ্গা খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ দেশের শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি নির্বাচিত হয়। সমিতির নেতৃবৃন্দ প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎ কালে প্রধান প্রকৌশলী নেতৃবৃন্দকে তাদের এ অনন্য সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করার পাশাপাশি এর ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করার অনুরোধ জানান।

বাঘা বিল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিঃ
সিলেট বিভাগের শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি ২০০৮

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় উপকারভোগী জনসাধারণের সমন্বয়ে গঠিত সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাঘাবিল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিঃ চলতি ২০০৮ সালে সিলেট বিভাগের শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি নির্বাচিত হয়েছে।

সিলেট বিভাগের শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি নির্বাচনের জন্য গঠিত নির্বাচনী কমিটির বিচারে বাঘাবিল পাবসস ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯৮ নম্বর পাওয়ায়

পাবসস সদস্য জনাব আর্জুমান্দ আলীর হাতে ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট দিচ্ছেন ইউএনও, গোলাপগঞ্জ।

কমিটির সভাপতি সিলেটের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জনাব জে. এন. বিশ্বাস এবং সদস্য সচিব জেলা সমবায় অফিসার জনাব হরিদাস ঠাকুর একে বিভাগের শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি নির্বাচন করেন।

১ নভেম্বর ২০০৮, ৩৭তম জাতীয় সমবায় দিবস পালন উপলক্ষে গোলাপগঞ্জ উপজেলা কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে পাবসস এর সম্পাদক জনাব আর্জুমান্দ আলীর হাতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০০৮ হিসাবে একটি ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেয়া হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ নাজমুল আবেদীন সম্পাদকের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে সমিতির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করেন।

অন্যান্য পাতায়

সম্পাদকীয়, জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম, উপ-প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ণ কর্মশালা, উপ-প্রকল্প হস্তান্তর, টেকসই কৃষি উৎপাদন, উপ-প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা, জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী।

অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের সভা

জনাব মোঃ শহীদুল হাসান, তদারীন্তন প্রধান প্রকৌশলী ও আহ্বায়ক (বাম থেকে তৃতীয়); মোঃ নূরুল ইসলাম, প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী (সর্বডানে); মোঃ গোলাম মোস্তফা পাটওয়ারী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, অইডব্লিউআরএম (বাম থেকে দ্বিতীয়); মোঃ মস্তিউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, এসএসডব্লিউ-২ (সর্ববামে)

অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন সংক্রান্ত আন্তঃসংস্থা টাস্কফোর্সের চতুর্থ সভা বিগত ১৩ আগস্ট ২০০৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়।

টাস্কফোর্সের আহ্বায়ক স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের তদানীন্তন প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহীদুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় পূর্ববর্তী সভার কার্যবিবরণী আলোচনা শেষে সংশোধনীসহ নিশ্চিত করা হয়। পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, মাঠ পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রয়োগ সংক্রান্ত মনিটরিং ফরম পর্যালোচনা ও সংশোধনের নিমিত্তে গঠিত কমিটির তিনটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়ার্কিং কমিটির প্রতিবেদন সম্পর্কেও সভাকে অবহিত করা হয়। পরে সভাপতি মহোদয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের কাছে মাঠ পর্যায়ে গাইডলাইন প্রয়োগে তাদের প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা সম্পর্কে জানতে চাইলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-প্রধান (কৃষি), সমবায় অধিদপ্তরের যুগ্ম নিবন্ধক, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের উপ-প্রধান প্রকৌশলী ও পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এ বিষয়ে নিজ নিজ সংস্থার সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কথা তুলে ধরেন। তাঁরা মনিটরিং ফরমে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনতে একমত হন। এমনকি অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনের আলোকে সমবায় আইনে পরিবর্তন আনার বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় সম্মানিত সদস্যগণকে মাঠ পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রয়োগে সংস্থার সীমাবদ্ধতা ও সমস্যা উল্লেখ করে প্রতিবেদন তৈরী করে ২৮ আগস্ট ২০০৮ এর মধ্যে অত্র দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন এবং এমর্মে নির্দেশ দেন যে, টাস্কফোর্স এ সকল প্রতিবেদনের আলোকে একটি সমন্বিত প্রতিবেদন তৈরী করে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে। সভাপতি আরও জানান যে, বর্তমানে Water Act তৈরীর কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। কাজেই অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইনের সীমাবদ্ধতা ও সমস্যাদি সঠিকভাবে চিহ্নিত করে কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরার এখনই সময়। বিষয়টি কিভাবে Water Act এ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে তিনি সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনাও প্রদান করেন।

সম্পাদকীয়

বন্যা ব্যবস্থাপনার সুফল

জনীজনেরা বলেন 'প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম'। এবারের বর্ষায় এ কথাটির যথার্থতা দেখা গেছে ফরিদপুরের মধুখালী উপজেলাস্থ সোনাতলা, মিটাইন-নলডাঙ্গা এবং রাজবাড়ি জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলাধীন সাধুখালী উপ-প্রকল্প এলাকাসহ দেশের বন্যা কবলিত অন্যান্য অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা উপ-প্রকল্পগুলোতে।

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার কৃষকগণ মূলতঃ বোনা আমন ধানের আবাদ করতো যার ফলন ছিল নেহায়েতই কম। অধিকন্তু, জমিতে থাকতোও অনেক দিন ধরে। এসব এলাকার যে সকল চাষী বেশী ফলন পাওয়ার আশায় রোপা আমন চাষ করতো তারা প্রতি বছরেই বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হতো। এতে করে তাদের শুধু আমন ফসলের ক্ষতিই হতো না, উপরন্তু তারা বিনিয়োগকৃত সম্পদও খোয়াতো। ফলে অবস্থার উন্নতি তো দূরের কথা তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রতিনিয়ত আরও খারাপের দিকে যাচ্ছিল। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্পসমূহে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করার ফলে এলাকার কৃষকগণ এখন বোনা আমনের পরিবর্তে সময় মত পাট ও রোপা আমন ধানের চাষ করতে পারছে। ফসলও বন্যার ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকছে।

প্রাকৃতিকভাবে রোপা আমনের ফলন বোনা আমনের চেয়ে অনেক বেশী। তার উপর কৃষকগণ আবার একই জমিতে পাটের আবাদের পর রোপা আমনের চাষ করছে। ফলে তারা একই জমি থেকে একটির পরিবর্তে দুটি করে ফসল পাচ্ছে। উপরন্তু, চাষীরা এবার বাম্পার ফলন পেয়েছে। পূর্বে যেসব জমি পতিত থাকতো সেখানেও এখন পাটের আবাদ হচ্ছে। এর ফলে কৃষকরা একটি অর্থকরী ফসল প্রাপ্তির পাশাপাশি জমির উর্বরতা সংরক্ষণেও সমর্থ হচ্ছে। আবার কেউ কেউ আগাম রোপা আমন ধানের আবাদ শেষে রবি মৌসুমে গম, পিঁয়াজ, রসুন, শাক-সবজিসহ অন্যান্য রবি ফসলের আবাদ করেও লাভবান হচ্ছে। এর ফলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষকদের আয়-রোজগার কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাড়ছে শিক্ষা, আত্মসচেতনতা ও রুচিবোধ। উন্নততর হচ্ছে তাদের জীবন যাত্রার মান, পারিপার্শ্বিক অবস্থাসহ সামগ্রিক সংস্কৃতি। এলাকা পরিদর্শনে গেলে প্রতি বাড়িতেই এর বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়।

উপ-প্রকল্প এলাকায় দৃশ্যমান এ পরিবর্তন থেকে বলা যায় সারাদেশে অন্যান্য উপযুক্ত এলাকায় সুপরিকল্পিতভাবে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হলে তা পল্লী এলাকার জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনে অবদান রাখার পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

বিভিন্ন জেলায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষির উপর নির্ভরশীল। প্রায় ১৫ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত ক্ষুদ্র এ ব-দ্বীপটির জনসংখ্যা ২০৫০ সাল নাগাদ দ্বিগুণ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অথচ ইতোমধ্যেই সীমিত হয়ে আসা কৃষিজমি এখনও প্রতিনিয়ত নগরায়ন, রাস্তাঘাট, শিল্প-কারখানা, ঘর-বাড়ী নির্মাণসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ফলে ফসল উৎপাদনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় কৃষি জমির পরিমান দিন দিন আশঙ্কাজনক ভাবে কমে যাচ্ছে। জ্যামিতিক হারে বর্ধণশীল জনসংখ্যা আর আশঙ্কাজনক হারে ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি এ বিপরীতমুখী চিত্রের একটা সমন্বয় সাধন আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক। অন্যথায় আমাদের সামনে চরম বিপদ। কেননা বর্তমানেই আমরা কম-বেশী ২০ লক্ষ টন খাদ্যঘাটতি নিয়ে পথ চলছি। খাদ্য উৎপাদনের বর্তমান ধারা পরিবর্তন করা না গেলে ভবিষ্যতে যে কোথায় গিয়ে ঠেকবে তা সহজেই অনুমেয়। অধিকন্তু আমাদের অন্যকোন খাতও এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি যার উপর নির্ভর করে আমরা এ সংকট মোকাবেলা করতে পারব। কাজেই খাদ্যঘাটতির এ বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য কালবিলম্ব না করে আমাদেরকে ভাবতে হবে এখনই। এ আগাম ভাবনার নাম পরিকল্পনা (Planning)। আর কোন সুষ্ঠ পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন এর সাথে জড়িত মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিদেরকে সংগে নিয়ে কাজ করা। পানি, জমি ও জনসম্পদসহ কৃষি উৎপাদনের কাজে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যাবতীয় বিষয়গুলোর (Parameters) সঠিক পরিকল্পনাপ্রসূত দক্ষ সমন্বিত ব্যবস্থাপনা (Integrated management) আমাদেরকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে। মূলতঃ এ ভাবনা থেকেই স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর উৎপাদন সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোর মধ্যে একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্রমশ সীমিত হয়ে আসা উপাদান পানি সম্পদকে পরিকল্পিতভাবে সুষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি, মৎস্য, পশুসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি জেলার ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদের সমীক্ষা (DWRA) প্রণয়নের কাজ চলছে। এ কাজের ধারাবাহিকতায় গত ৩১ আগস্ট ২০০৮ পাবনা জেলার পানি সম্পদ সমীক্ষার খসড়া প্রতিবেদন জেলা ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কমিটির সভায় উপস্থাপন শেষে প্রতিবেদনের উপর মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় পাবনার ডেপুটি কমিশনার খন্দকার মোঃ মোখলেসুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী (পিএডডি) জনাব শরিফুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, পাবনা জনাব গোলাম কিবরিয়া ও ডব্লিউএমসিএ বিশেষজ্ঞ জনাব এম, সুলতান মাহমুদ খান উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত ৪৬টি জেলার পানি সম্পদ সমীক্ষা কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বাকি জেলাগুলোর কাজও সম্পন্ন করা হবে।

পাবনা জেলার ডেপুটি কমিশনার খন্দকার মোঃ মোখলেসুর রহমান (মধ্যে), নির্বাহী প্রকৌশলী (পিএডডি) জনাব শরিফুল ইসলাম (সর্ববামে) ও নির্বাহী প্রকৌশলী, পাবনা জনাব গোলাম কিবরিয়া (সর্বডানে দ্বিতীয়) ও ডব্লিউএমসিএ বিশেষজ্ঞ জনাব এম, সুলতান মাহমুদ খান (সর্ববামে দ্বিতীয়)।

জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম

শুরু থেকে 'দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প' বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের জনগোষ্ঠীকে জেন্ডার বিষয়ে সচেতন করে গড়ে তুলে নারী ও পুরুষের মাঝে বিদ্যমান প্রচলিত সামাজিক বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে গৃহীত এ কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে মোট ২৪৩টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। নারীরাও যেন পুরুষের পাশাপাশি তাদের পারিবারিক, সামাজিক ও প্রকল্পের কর্মকাণ্ডে অধিক হারে অংশগ্রহণ করতে পারে সেজন্য প্রকল্পের সকল প্রশিক্ষণে নারী ও পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ক্লাস

উপ-প্রকল্প এলাকার নারী ও পুরুষকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তির গড় হার বর্তমানে শতকরা ২৭.২ ভাগ। এই সমিতিগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সদস্যদের মৌলিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। সমিতির সদস্যরা নিয়মিতভাবে মাসিক এবং সাপ্তাহিক সভায় মিলিত হয়ে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। সমিতির সদস্য হিসাবে এ সকল সভায় নারীরাও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। প্রকল্পের নিয়মানুসারে পাবসসের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে শতকরা ৩৩ ভাগ নারী অন্তর্ভুক্ত আছেন। প্রকল্প সহায়তায় পাবসস নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাও পাবসসকে উন্নয়নের প্লাটফরম হিসাবে ব্যবহার করে তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমও পুরুষদের সাথে সাথে নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। অধিকন্তু, নারীকে আয়বর্ধনমূলক কাজে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্প থেকেও বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এ কাজে এ পর্যন্ত ৩২০০ জন মহিলাকে শাক-সবজী চাষ,হাঁস-মুরগী ও গবাদিপশু পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যত সংখ্যক সদস্যকে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে তার মাঝে শতকরা ২৮.৬৯ ভাগ নারী।

সমিতি নারীদেরকে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করার জন্য পাবসস এর নিজস্ব তহবিল থেকেও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করে থাকে। এ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ঋণগ্রহীতার মাঝে নারীর হার শতকরা ৩১.৬ ভাগ। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এ সকল নারী শাক-সবজি চাষসহ হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন আবার কেউ কেউ দোকান বা ক্ষুদ্র ব্যবসা পরিচালনা করে ইতোমধ্যে বেশ সফলতার মুখ দেখেছেন।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি প্রকল্প

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর জুলাই ২০০৭ থেকে জুন ২০১০ মেয়াদে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এতে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের (১ম পর্যায়) আওতায় বাস্তবায়িত ৩২টি জেলার ১০২টি উপ-প্রকল্পের উপকারভোগী জনগণকে সম্পৃক্ত করে সেগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে ইতোমধ্যেই পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। জুলাই ২০০৭ বছরে শুরু হওয়া প্রকল্পটির আওতায় প্রথম বছরে ৭টি জেলায় প্রায় ৬৮ লক্ষ টাকার উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। চলতি বছরে প্রকল্পের আওতায় ১৫টি নতুন হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণসহ ৭টি পুরাতন স্ট্রাকচার পুনর্বাসন, ৫০ কিঃ মিঃ বেড়িবাঁধ পুনর্বাসন এবং ৩৯ কিঃ মিঃ খাল পুনঃখননের কাজ অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এছাড়াও বেশ কিছু কাজ অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। উপ-প্রকল্পগুলোর কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হলে উপ-প্রকল্প এলাকার কৃষি, সেচ এবং মৎস্য চাষে ব্যাপক সফলতার পাশাপাশি দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা উপ-প্রকল্প নির্বাচনের উদ্দেশ্যে মাঠ পর্যায়ের প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূহের প্রাথমিক অনুসন্ধান কাজ শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত উপ-প্রকল্পসমূহের পি.আর.এ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইসহ ডিজাইন প্রণয়নের কাজও অতি সত্বর শুরু হবে। এনজিও'র মাধ্যমে প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রতি জেলায় একজন করে কৃষি ও মৎস্য ফ্যাসিলিটেটর নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে। উপ-প্রকল্পের কৃষি ও মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফ্যাসিলিটেটরগণ প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। এছাড়াও ময়মনসিংহ জেলার ২টি, সুনামগঞ্জ জেলার ১টি ও ফরিদপুর জেলার ১টি উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীদের প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের কাজ এগিয়ে চলছে।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত 'ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে ১০টি রাবার ড্যাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আলোকে 'খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ' শীর্ষক নতুন প্রকল্পের আওতায় ১২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হবে। ১২টি রাবার ড্যামের মাঝে ১০টি বাস্তবায়ন করবে এলজিইডি ও ২টি বিএডিসি। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে আমন ফসলে সম্পূরক সেচ প্রদানের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণমূলক সেচ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গড়ে তোলে প্রান্ত পানির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত হবে বলে আশা করা যায়।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক সমীক্ষার উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলছে। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ শীর্ষক এক সমীক্ষা পরিচালনা করছে।

জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম, প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি (ডান থেকে তৃতীয়); ইয়াসমিন সাদিয়া সিদ্দিক, পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ, এডিবি ও মিশন লীডার (ডান থেকে দ্বিতীয়)।

গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সমীক্ষার উপর সারাদিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম কর্মশালায় সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। জনাব ইয়াসমিন সাদিয়া সিদ্দিক, পানি সম্পদ বিশেষজ্ঞ, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ম্যানিলা এবং মিশন লীডার, Fact Finding Mission কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও সর্বজনাব মোঃ লোকমান হাকিম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী; মোঃ মশিউর রহমান, প্রকল্প পরিচালক, এসএসতরিউ-২; মোঃ সহিদুল হক, প্রকল্প পরিচালক, পিপিটিএ এবং এলেন ক্লার্ক, টিম লীডার কর্মশালায় উপস্থিত থেকে তাদের মতামত পেশ করেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পানি সম্পদ বার্তায় প্রকাশের জন্য সংবাদ, ফিচার, ছবি ও তথ্য আইডব্লিউআরএম ইউনিটে পাঠান।

দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালা

'টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ' লক্ষ্যকে সামনে রেখে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পগুলোর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) প্রতি বছরই 'দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা' প্রণয়ন করে থাকে। এ নিয়মিত কর্মসূচির আওতায় যশোহর ও মেহেরপুর জেলার বেশ কয়েকটি পাবসস ইতোমধ্যেই তাদের চলতি (জুলাই ২০০৮ থেকে জুন ২০০৯) বছরের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে যশোর জেলার সদর, মনিরামপুর ও শার্শা এবং মেহেরপুর জেলার মেহেরপুর ও গাংনী উপজেলায় বাস্তবায়িত ডোলপুর-মুক্তেশ্বরী খাল, গজশ্রী-কাটাখালী, গোবরাবিল-বাটকের বিল, গোমরা বিল ও চেচনিয়া খাল উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালা যথাক্রমে ২৯ জুন, ০৯,১৩ জুলাই, ১৯ ও ২০ আগষ্ট ২০০৮ সমিতির নিজ নিজ অফিস ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। পাবসস সভাপতিগণ নিজ নিজ উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন।

ডোলপুর-মুক্তেশ্বরী খাল উপ-প্রকল্প

২৯ জুন ২০০৮ যশোর সদর উপজেলাস্থ ডোলপুর-মুক্তেশ্বরী খাল উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালায় পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির আট জন প্রতিনিধি তাদের প্রণীত এক বছরের (জুলাই, ২০০৮ থেকে জুন, ২০০৯) কর্মপরিকল্পনার ৮টি অধ্যায় পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং উপকারভোগীসহ উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থাপিত বিষয়ের উপর সুচিন্তিত মতামত পেশ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করেন। সুপারিশসহ উপস্থাপিত সামগ্রিক বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর সর্বসম্মতিক্রমে উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা গৃহীত হয়।

সভায় উপস্থাপিত তথ্যে জানা যায় যে, ২৪২ জন মহিলাসহ ডোলপুর-মুক্তেশ্বরী খাল পাবসস এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬৩৫ জন। শেয়ার, সঞ্চয় এবং অন্যান্য খাতে সমিতির মোট পুঁজির পরিমাণ ১,১৯,৬৫৭ টাকা। ২৯ জুন ২০০৮ পর্যন্ত সমিতির ৫৩ জন সদস্যকে (১১ জন পুরুষ ও ৪২ জন মহিলা) ১,১২,০০০ টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে। সবশেষে সভাপতি সমিতির দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ডোলপুর-মুক্তেশ্বরী খাল দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা কর্মশালা

গজশ্রী-কাটাখালী উপ-প্রকল্প

৯ জুলাই ২০০৮ অনুষ্ঠিত গজশ্রী-কাটাখালী উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আ ন ম তরিকুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি)। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মিসেস নিলুফার রহমান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা।

গজশ্রী-কাটাখালী দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা কর্মশালা

পাবসস সভাপতি জনাব বজলুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মনিরামপুর উপজেলাস্থ গজশ্রী কাটাখালী উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালায় আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। কর্মশালায় সমিতির আটজন প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রণীত আট অধ্যায় বিশিষ্ট এক বছরের (জুলাই, ২০০৮ থেকে জুন, ২০০৯) কর্মপরিকল্পনা ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং উপকারভোগীগণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার ও বিভিন্ন দপ্তরের উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থাপিত বিষয়ের উপর তাদের সুচিন্তিত মতামত পেশ করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করেন। আলোচনান্তে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর সর্বসম্মতিক্রমে উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।

সভায় উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, ২৪৩ জন পুরুষ ও ১৮৭ জন মহিলাসহ পাবসস এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৪৩০ জন। শেয়ার, সঞ্চয় এবং অন্যান্য খাতে সমিতির মোট পুঁজির পরিমাণ ১,৭০,৫৯১ টাকা। ৯ জুলাই ২০০৮ পর্যন্ত সমিতির ৬২ জন সদস্যের মাঝে (২৮ জন পুরুষ ও ৫৪ জন মহিলা) ২,৮৮,৬৩৩ টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়েছে। সবশেষে সভাপতি সমিতির দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গোবরাবিল-বাটকের বিল উপ-প্রকল্প

১৩ জুলাই ২০০৮ পাবসস সভাপতি জনাব আব্দুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত গোবরাবিল-বাটকের বিল উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাবু সুবাস কুমার সাহা, সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, যশোর। প্রধান অতিথি উপ-প্রকল্পের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এলজিইডির পক্ষ থেকে সম্ভব সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। কর্মশালায় পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির আট জন প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে সক্রিয় সহযোগিতায় প্রণীত তাদের এক বছরের (জুলাই,

২০০৮ থেকে জুন, ২০০৯) কর্মপরিকল্পনা ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং উপকারভোগীগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থাপিত বিষয়ের উপর তাদের সুচিন্তিত মতামত ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করেন। আলোচনান্তে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর সর্বসম্মতিক্রমে উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।

সভায় উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, ১৩৫ জন পুরুষ ও ৫৯ জন মহিলাসহ পাবসস এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৪ জন। শেয়ার, সঞ্চয় এবং অন্যান্য খাতে মোট পুঁজির পরিমাণ ৫৯,৬০১ টাকা। এ পর্যন্ত সমিতির ৩৭ জন সদস্যকে (৩১ জন পুরুষ ও ৬ জন মহিলা) ৫৮,৫০০ টাকা ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়েছে। সবশেষে সভাপতি সমিতির দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

যশোহর জেলার গোমরাবিল ও চেচনিয়া খাল উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্মশালা যথাক্রমে ১৯ ও ২০ আগষ্ট ২০০৮ সমিতির নিজ নিজ অফিস ঘরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের পর পরই পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির আট জন প্রতিনিধি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রণীত তাদের এক বছরের (জুলাই, ২০০৮ - জুন, ২০০৯) কর্মপরিকল্পনা ধারাবাহিক ভাবে কর্মশালায় উপস্থাপন করেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং উপকারভোগীগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগন উপস্থাপিত বিষয়ের উপর তাদের সুচিন্তিত মতামত ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করেন। আলোচনান্তে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর সর্বসম্মতিক্রমে উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্যহ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়। সবশেষে সভাপতি সমিতির দারিদ্র্যহ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গোবরা বিল-বাটকের বিল উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা কর্মশালা।

নেপালদিঘী-গোয়ালদিঘী উপ-প্রকল্প হস্তান্তর

গত ১৪ জুলাই ২০০৮ দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় নাটোর জেলার সদর উপজেলাধীন নেপালদিঘী-গোয়ালদিঘী বন্যা ব্যবস্থাপনা ও পানি সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পটি (এসপি নং-২৪১২৯) আনুষ্ঠানিকভাবে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির নিকট হস্তান্তর করা হয়। এ হস্তান্তর উপলক্ষ্যে নেপালদিঘী-গোয়ালদিঘী পাবসস নিজস্ব কার্যালয়ে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

উক্ত অনুষ্ঠানে উপকারভোগী জনগণ ছাড়াও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ লোকমান আলী, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব আহম্মেদ উল্লাহসহ উপজেলা পর্যায়ের কৃষি, মৎস্য, পশু সম্পদ, সমবায় ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এলজিইডি'র জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখিত উপ-প্রকল্পে একটি দুই ভেন্ট রেগুলেটর নির্মাণসহ ৫.২০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন করা হয়েছে। এর ফলে পানি প্রবাহের প্রতিবন্ধকতা অপসারিত হওয়ায় জলাবদ্ধতা সংকট দূরীভূত হওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনের সময় খালে পানি সংরক্ষণ করে রাখা যাবে।

সংরক্ষিত এ পানি শুষ্ক মৌসুমে সেচ কার্যে ব্যবহার করা যাবে। ফলে এলাকায় সেচের আওতায় উফশী জাতের ধান ও রবি শস্যের আবাদ বৃদ্ধি পাবে। খালের সংরক্ষিত পানির মাধ্যমে ৩১০ হেঃ বোরো ধানের জমি সম্পূরক সেচ সুবিধা পাবে। বন্যার পানি নিয়ন্ত্রণের ফলে ৩০০ হেঃ জমির আমন ধান বন্যার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে।

হস্তান্তর অনুষ্ঠানে জানানো হয় যে, পাবসস ইতোমধ্যে 'পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল' হিসাবে ১,২১,০৫০ টাকা জমা করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে সমিতির সঞ্চিত মূলধনের পরিমাণ ১,২১,০৫০ টাকা। সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৪০৭ জনের মাঝে পুরুষ ২৮১ জন এবং মহিলা ১২৬ জন। ক্ষুদ্রঋণে বিনিয়োগকৃত টাকার পরিমাণ ১,০০,০০০ এবং ঋণ আদায়ে সাফল্যের হার শতকরা ১০০ ভাগ।

নেপালদিঘী-গোয়ালদিঘী উপ-প্রকল্প হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গা জেলার উপ-প্রকল্প ও পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

০১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ চুয়াডাঙ্গা জেলার ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের উপ-প্রকল্প ও পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিসমূহের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, চুয়াডাঙ্গা মোঃ আব্দুস সালাম মোল্লার সভাপতিত্বে তাঁর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এ সভায় জেলা সমবায় অফিসারসহ উপজেলা সমবায় অফিসারগণ, উপজেলা প্রকৌশলীবৃন্দ এবং প্রতি পাবসস থেকে দুই জন করে সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় পাবসস প্রতিনিধিগণ তাদের উপ-প্রকল্প ও পাবসসের সার্বিক কার্যক্রম এবং সমস্যাদি তুলে ধরে সেগুলো সমাধানের লক্ষ্যে পরামর্শ আহবান করেন।

জীবন নগর উপজেলার ডিগ্রীর বিল ও শাখারিয়া-রুলের বিল উপ-প্রকল্পের সভাপতি এবং সদর উপজেলার কামরিয়া-পাকশিয়া উপ-প্রকল্পের সম্পাদকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, দারিদ্র্য বিমোচনে জাপানী তহবিল (JFPR) থেকে ঋণ হিসাবে গৃহীত এর সমস্ত টাকা অচিরেই জীবনমান উন্নয়ন তহবিল (LIF) এ জমা দেয়া হবে। জীবন নগর উপজেলার রউফখালী খাল উপ-প্রকল্পের সম্পাদক জনাব রিপন হোসেন জানায় যে, সমিতির সকল সদস্যের মাঝে লভ্যাংশ সমভাবে ভাগ করে দেয়ার শর্তে পাবসস এর তত্ত্বাবধানে খালের পাড়ে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। সম্পাদক, নবগঙ্গা খাল পাবসস জানায় যে, তাদের পাবসসের উদ্যোগে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবস পালনসহ নিরক্ষরতা দূরীকরণ, স্বল্প খরচে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ইত্যাদি জনহিতকর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। পাবসসের সাথে সাধারণ সদস্যদের সংশ্লিষ্টতা বাড়াতে অন্যান্য পাবসসগুলো এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারে। পাবসস প্রতিনিধিদের বক্তব্য উপস্থাপন শেষে জেলা সমবায় অফিসার বক্তব্য রাখেন। তিনি পাবসসগুলোর কার্যক্রম বিশেষত সাংগঠনিক কার্যক্রম সফল করতে সম্ভব সকল প্রকারের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন। পরে সভাপতি মহোদয় জেলার সকল পাবসসকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে সোসিওইকোনমিস্ট, জেনারেল ফ্যাসিলিটেটর, উপজেলা প্রকৌশলী ও কমিউনিটি অর্গানাইজারদের নির্দেশ প্রদান করেন। সবশেষে তিনি সভা সফল করতে উপস্থিত সকলের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পাবসসসমূহের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ উপকারভোগী জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে দেশের ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদের টেকসই ও পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে সহায়তা করার লক্ষ্যে গৃহীত দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প শুরু থেকেই 'টেকসই কৃষি উৎপাদন, মহিলাদের জন্য সবজি চাষ, কৃষি সম্পদ ব্যবস্থাপনা,মাটির স্বাস্থ্য কার্ড ব্যবহার ও খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে।

টেকসই কৃষি উৎপাদন

ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ফরিদপুর, পাবনা জেলাস্থ কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে অনুষ্ঠিত 'টেকসই কৃষি উৎপাদন' শীর্ষক প্রশিক্ষণের প্রথম পর্যায়ের ৪৫টি ব্যাচ সফলতার সাথে সমাপ্তির পর বর্তমানে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণ চলছে। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশিক্ষণের ১৭তম ব্যাচ সমাপ্ত হয়েছে। কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, শেরেবাংলা নগর, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ১৬ তম ব্যাচের প্রশিক্ষণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পরিচালক, সয়েজমিন উইং জনাব মোঃ ইন্তাজ উদ্দিন এবং ১৭তম ব্যাচে মহাপরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ উপস্থিত ছিলেন।

টেকসই কৃষি উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

'টেকসই কৃষি উৎপাদন' শীর্ষক প্রশিক্ষণে বর্তমানে প্রতিটি উপ-প্রকল্পের কৃষি উপ-কমিটির পাঁচ জন করে সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এক নজরে প্রশিক্ষণের উপকারভোগীর সংখ্যা নিম্নরূপ -

ক্রমিক নং	গ্রুপ নং	উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
			কৃষক	উপ-সহকারি কৃষি অফিসার	মোট
১	১ম	০৭ টি	১৪ জন	০২ জন	১৬ জন
২	২য়	৩০ টি	৬০ জন	০৪ জন	৬৪ জন
৩	৩য়	৬৫ টি	১৩০ জন	০৮জন	১৩৮ জন
৪	৪র্থ	৬৭ টি	৩৩৫ জন	৩২ জন	৩৬৭ জন
৫	৫ম	৬৯ টি	৩৪৫ জন	৩৪ জন	৩৭৯ জন
মোট		২৩৮টি	৮৮৪ জন	৮০ জন	৯৬৪ জন

খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ

হাঁস-মুরগি, ছাগল ও গবাদি পশু পালন শীর্ষক প্রশিক্ষণ

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ, গোলাপগঞ্জ, সদর ও গোয়াইনঘাট উপজেলাধীন বরম ছড়া, বাঘা বিল, শিরিশিরি ছড়া ও শিয়ালী ছড়া উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে মহিলাদের আয় বৃদ্ধির জন্য হাঁস-মুরগি, ছাগল ও গবাদি পশু পালন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। সুষ্ঠুভাবে কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উপ-প্রকল্পের নির্বাচিত মহিলাদেরকে হাঁস-মুরগি, ছাগল ও গবাদি পশু পালন বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিন দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পাবসসগুলো নিজস্ব উদ্যোগে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন ও বাস্তবায়ন করে।

তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণের প্রথম সেশনে এলজিইডি, সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন। সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা পশু সম্পদ অফিসার, ভেটেনিারী সার্জন, ভিএফএ এবং সিলেট জেলাস্থ দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের সোসিওইকোনমিস্ট জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান ও সহকারি প্রকৌশলী জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর কবির প্রশিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশিক্ষণের প্রথম দিনে হাঁস-মুরগি পালনের গুরুত্বসহ জাত পরিচিতি, খামার ব্যবস্থাপনা ও পালন পদ্ধতি, রোগ-বালাই পরিচিতি ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। দ্বিতীয় দিনে ছাগলের জাত পরিচিতি, ছাগল পালনের সুবিধা-অসুবিধা, ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের গুরুত্ব, ছাগল পালনের বিভিন্ন পদ্ধতি, ছাগলের খাদ্য ও পুষ্টিগুণ, রোগ-বালাই ও তার চিকিৎসা এবং তৃতীয় দিনে গবাদি পশু পালনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব, জাত পরিচিতি, খাদ্য, বাসস্থান ও পরিচর্যা, উন্নত জাতের ঘাস চাষ, বিভিন্ন রোগ-বালাই ও তার চিকিৎসা, কৃত্রিম প্রজনন, গরু মোটা-তাজাকরণ, ইউরিয়া প্রক্রিয়াজাত খড় তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সিলেট জেলার পশু সম্পদ অফিসার জনাব মোঃ ফজলুল হক খান শেষ দিনে প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মূল্যবান পরামর্শ দেয়ার পাশাপাশি তার পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে উৎসাহিত করেন।

প্রশিক্ষণে সমাপনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন জেলা পশুসম্পদ অফিসার জনাব মোঃ ফজলুল হক খান।

"পাবসসের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন" শীর্ষক প্রশিক্ষণ

গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের পল্লী এলাকার জনগণের দারিদ্র্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে গৃহীত ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে সারা দেশে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপ-প্রকল্প। এ সকল উপ-প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামো সফলভাবে রক্ষণাবেক্ষণসহ সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিটি উপ-প্রকল্পে গঠন করা হয়েছে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) প্রকল্প এলাকার দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সুফলভোগীদেরকে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করে যা 'পাবসসের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন' শীর্ষক প্রশিক্ষণ নামে পরিচিত। ইতোমধ্যে এ সিরিজে ১৬৩টি উপ-প্রকল্পের সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য এলজিইডিসহ অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সহায়তায় পাবসসকে এলাকার দারিদ্র্য বিষয়ক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও ব্যবহারে সক্ষম করে গড়ে তোলা। বিভিন্ন পর্যায়ে দরিদ্র পুরুষ ও মহিলার কর্মসংস্থান, পুঁজি সরবরাহ, দক্ষতা উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সমিতির একটি তথ্য ভিত্তি সৃষ্টি করত দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যে একটি পরিকল্পনা বই প্রণয়নে সক্ষম করে তোলা। দারিদ্র্য হ্রাসকরণে নিজস্ব সম্পদ, সামর্থ্য, মেধা ও দক্ষতা ব্যবহার বিষয়ে সচেতন করে তা বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে উদ্বুদ্ধ করা।

এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় সদ্য সমাপ্ত ৬৩ তম ব্যাচের কোর্সের মেয়াদ ছিল ৫ দিন (৩০ আগস্ট - ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৮) এবং এতে মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলাধীন চরবাচামারা পাবসস ও মাগুরা জেলার সদর উপজেলাধীন লক্ষীপুর খাল পাবসস সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন। এলজিইডি'র রিসোর্স পার্সনদের মধ্যে সদর দপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব শহিদুল হক, সিনিয়র সোসিওইকোনমিষ্ট, এসএসডব্লিউআরডিএসপি-২, জনাব এম মমতাজ হায়দার, এ কোর্সে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ফলে উপ-প্রকল্পের মানুষের জীবন-মান উন্নয়নসহ অবকাঠামো ও পানির সুষ্ঠ ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম-বাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক সাড়া জেগেছে। যেসব পাবসস এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে নিজ এলাকায় তার সঠিক বাস্তবায়ন ঘটিয়েছে, তারা ইতোমধ্যেই এলাকার দারিদ্র্য হ্রাসকরণে এবং বেকার সমস্যা সমাধানে প্রভূত সফলতার সাক্ষর রেখেছে। এই প্রশিক্ষণ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে গ্রাম-বাংলার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হওয়ার পাশাপাশি দারিদ্র্যের হার অর্ধেকে নেমে আসবে বলে আশা করা যায়।

দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

অগ্রণী গন্ধব্যপুর পাবসস লিমিটেড এর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা বই চূড়ান্ত করণ কর্মশালা

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় লক্ষীপুর সদর উপজেলার অন্তর্গত অগ্রণী গন্ধব্যপুর পাবসস এর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা বই চূড়ান্তকরণ করতে গত ২৮ জুলাই ২০০৮ এক দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির অফিস ঘরে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ হারুন-উর-রশিদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, লক্ষীপুর, সদর দপ্তর হতে আগত প্রকল্পের সিনিয়র সোসিওইকোনমিষ্ট, জনাব এম মমতাজ হায়দার, জোনাল সোসিওইকোনমিষ্ট জনাব আব্দুল কাশেম। জনাব মুস্তাক আহমেদ, সোসিওইকোনমিষ্ট, লক্ষীপুর, সহকারী প্রকৌশলী এসএসডব্লিউ-২, জনাব আনোয়ারুল কবির চৌধুরী, এলজিইডি'র সহকারী প্রকৌশলী জনাব মোহসিন ও জনাব ইব্রাহিম খলিল, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা কৃষি, মৎস্য, পশুসম্পদ, সমবায় ও জেলা মহিলা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকর্তাবৃন্দও কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কোরআন তেলোয়াতের মাধ্যমে কর্মশালার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। পরে প্রকল্পের সোসিও ইকোনমিষ্ট জনাব মুস্তাক আহমেদ কর্মশালার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি সভা পরিচালনার পদ্ধতি উপস্থাপন করেন। সমিতির সভাপতি জনাব নিজাম উদ্দিন ফরকী পাবসস এর মাধ্যমে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের রূপরেখা ও ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত বিভিন্ন দারিদ্র্য হ্রাসকরণমূলক কর্মসূচি তুলে ধরেন।

উপজেলা কৃষি অফিসার, মৎস্য, সমবায়, পশুসম্পদ ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের অধিদপ্তর থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। পরিকল্পনা বই এর সব অধ্যায় উপস্থাপন শেষে উপস্থিত সকলের সমর্থনে পরিকল্পনা বই অনুমোদিত হয়।

সভার প্রধান অতিথি জনাব মোঃ হারুন উর রশিদ পাবসস এর মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সমিতির সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করে এলজিইডি'র পক্ষ থেকে এলাকার সার্বিক উন্নয়নে তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সম্ভব সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা বই চূড়ান্তকরণ কর্মশালা

সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচি

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহে গঠিত পাবসসগুলো সমিতির বিধিবিধান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সাধারণ সদস্যদেরকে অবহিত করার লক্ষ্যে নিজস্ব উদ্যোগে একদিনের সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকে। যশোর জেলার সদর,শার্শা, মনিরামপুর উপজেলাধীন ডোলপুর-মুক্তেশ্বরী খাল, গজশ্রী-কাটাখালি ও গোবরাবিল-বাটকের বিল; সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ, সদর ও গোয়াইনঘাট উপজেলার বরম ছড়া, ধুলিয়া সাতবিলা, শিরিশিরি ছড়া ও শিয়ালি ছড়া উপ-প্রকল্পের সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচি যথাক্রমে ২২ আগষ্ট ২০০৭, ০৭ মে ২০০৮, ০২ জুন ২০০৮, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ ও ১১ অক্টোবর ২০০৮ নিজ নিজ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির অফিস ঘরে অনুষ্ঠিত হয়।

ডোলপুর-মুক্তেশ্বরী খাল

২২ আগস্ট ২০০৭ ডোলপুর-মুক্তেশ্বরী খাল উপ-প্রকল্পে অনুষ্ঠিত এক দিনের প্রশিক্ষণে কাজী রকিবুল ইসলাম, সোসিওইকোনমিস্ট, সদর দপ্তর, অফিস পরিচালনা পদ্ধতি, সঞ্চয় ও ঋণ আদায়, খাতাপত্র হালনাগাদ করণ, অডিট ও নির্বাচন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। সদস্যদের দায়িত্ব, নিয়মিত সভা (সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক) অনুষ্ঠান ও পরিচালনা এবং নির্বাচন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মোঃ মনিরুজ্জামান, এডিটিএ, সদর দপ্তর এলজিইডি।

ডোলপুর-মুক্তেশ্বরী পাবসস সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচি

গজশ্রী-কাটাখালী পাবসস সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচি

গজশ্রী-কাটাখালী ও গোবরাবিল-বাটকের বিল

মনিরামপুর উপজেলাধীন গজশ্রী-কাটাখালী ও গোবরাবিল-বাটকের বিল উপ-প্রকল্পদ্বয়ে ৭ মে ও ২ জুন ২০০৮ সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচিতে কাজী রকিবুল ইসলাম, সোসিওইকোনমিস্ট, সদর দপ্তর অফিস পরিচালনা পদ্ধতি, সঞ্চয় ও ঋণ আদায়, খাতাপত্র হালনাগাদ করা, অডিট ও নির্বাচন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। সদস্যদের দায়িত্ব, নিয়মিত সভা (সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক) অনুষ্ঠান ও পরিচালনা এবং নির্বাচন সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কাজী আকামত আলী, সোসিওইকোনমিস্ট, এসএসডব্লিউ-২, যশোহর।

গোবরাবিল-বাটকের বিল পাবসস সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচি

সিলেট জেলাস্থ কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বরম ছড়া, ধুলিয়া সাতবিলা, সদর উপজেলার শিরিশিরি ছড়া ও গোয়াইন ঘাট উপজেলা শিয়ালি ছড়া উপ-প্রকল্পের 'সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচি-১' এ মনিটরিং এসিস্ট্যান্ট, এসএসডব্লিউআরডিএসপি-২, এলজিইডি সদর দপ্তর জনাব সৈয়দ মুইদ হাসান পাবসস কি ও এর পরিচালনা বিষয়ে প্রাথমিক ধারনা, সঞ্চয় ও ঋণ আদায়, খাতাপত্র হালনাগাদ করা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

শিয়ালী ছড়া পাবসস সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচি

জেলা সোসিওইকোনমিস্ট জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান উপ-কমিটি গঠন, সদস্যদের দায়িত্ব, নিয়মিত সভাসমূহ (সাপ্তাহিক, মাসিক, বার্ষিক) ও প্রশিক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করেন। সহকারী প্রকৌশলী (পানি সম্পদ) জনাব জাহাঙ্গীর কবির উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। সংশ্লিষ্ট উপজেলা সমবায় অফিসারগণ এলাকাভুক্ত পাবসস এর অডিট ও নির্বাচন বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে অবহিত করেন। রিসোর্স পারসনদের আলোচনা শেষে উপস্থিত সকল সদস্য/সদস্যাকে নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা শেষে পাবসস এর কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সে অনুসারে দায়িত্ব পালন করার জন্য সকলকে অনুরোধ করা হয়। পাবসস এর সাধারণ সদস্যদেরকে সমিতির বিধি বিধান ও পাবসস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অবহিতকরণের লক্ষ্যে পরিচালিত এ সকল প্রশিক্ষণে এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব এম, এ বাশার প্রধান অতিথি ও সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীগণ বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সদস্যদেরকে উৎসাহিত করেন।

উপ-প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর অঞ্চলের উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে এক পর্যালোচনা সভা আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ অক্টোবর ২০০৮ অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন ফরিদপুর অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোমিনুর রহমান।

সভায় প্রকল্প সদর দপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শহিদুল হক ও ডেপুটি টিম লীডার জনাব জিএম আকরাম হোসেন অংশগ্রহণ করে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। ফরিদপুর, রাজবাড়ী, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, নড়াইল ও মাগুরা জেলাসমূহের নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিওইকোনমিষ্ট এবং পাবসসের সভাপতি, সম্পাদকবৃন্দ উক্ত পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। পর্যালোচনা সভায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদির বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সেগুলোর সমাধানের দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়।

উপ-প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

আলমপুর-মদনখালী উপ-প্রকল্প

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলাধীন আলমপুর-মদনখালী উপ-প্রকল্পে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে পাবসস এর উদ্যোগে এলজিইডি'র দুটি রাস্তায় বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে।

গত ১৬ জুলাই ২০০৮ এলজিইডি মুন্সীগঞ্জের নির্বাহী প্রকৌশলী খঃ মোঃ আবদুল্লাহ্ আল-দাদ সাহেবের বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে আলমপুর-মদনখালী উপ-প্রকল্পের বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি শুরু হয়। কর্মসূচির আওতায় প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন প্রজাতির ৫০০০ টি চারা রোপণ করা হয়েছে। এতে করে উপ-প্রকল্পের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতে পাবসসের এক বিশাল সম্পদ সৃষ্টি হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে জানা যায় যে, পাবসসের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৭৬ জন যার মাঝে পুরুষ ৪২৩ ও মহিলা ১৫৩ জন। সমিতির শেয়ার ও সঞ্চয়ের পরিমাণ ২২৫৭৭০ টাকা। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সমিতির বিনিয়োগ ৪২৫০০০ টাকা।

নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মুন্সিগঞ্জ বৃক্ষরোপণ করছেন

বাঘাবিল উপ-প্রকল্প

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলাধীন বাঘাবিল উপ-প্রকল্পের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনার অংশ হিসাবে সামাজিক বনায়নকে অন্তর্ভুক্ত করে কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

চেয়ারম্যান, বাঘা ইউপি বৃক্ষ রোপণ করছেন

২৮ জুলাই ২০০৮ বাঘা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আতাউর রহমান মুকিত একটি বনজ গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সিলেট জেলার সোসিওইকোনমিস্ট (পানি সম্পদ) জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান এবং পাবসস সম্পাদক জনাব আর্জুমান্দ আলীসহ উপ-প্রকল্প এলাকার অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচির আওতায় পাবসস এলাকার প্রায় এক কিঃ মিঃ রাস্তার দু'পার্শ্বে ১,০০০টি ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা লাগানো হয়েছে। চারার পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাবসস এর পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেয়া হবে। আশা করা যায় পনর বছর পরে এ থেকে সমিতির প্রায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকার মূলধন সৃষ্টি হবে।

প্রকৌশলী জনাব মোহসিন ও জনাব ইব্রাহিম খলিল, উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা কৃষি, মৎস্য, পশুসম্পদ, সমবায় ও জেলা মহিলা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকর্তাবৃন্দও কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কোরআন তেলোয়াতের মাধ্যমে কর্মশালার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। পরে প্রকল্পের সোসিও ইকোনমিষ্ট জনাব মুস্তাক আহমেদ কর্মশালার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার পাশাপাশি সভা পরিচালনার পদ্ধতি উপস্থাপন করেন। সমিতির সভাপতি জনাব নিজাম উদ্দিন ফারুকী পাবসস এর মাধ্যমে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রণয়নের রূপরেখা ও ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত বিভিন্ন দারিদ্র্য হ্রাসকরণমূলক কর্মসূচি তুলে ধরেন। উপজেলা কৃষি অফিসারসহ মৎস্য, সমবায়, পশুসম্পদ ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা কর্মসূচী বাস্তবায়নে তাদের অধিদপ্তর থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। পরিকল্পনা বই এর সব অধ্যায় উপস্থাপন শেষে উপস্থিত সকলের সমর্থনে পরিকল্পনা বই অনুমোদিত হয়। সভার প্রধান অতিথি জনাব মোঃ হারুন উর রশিদ পাবসস এর মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে সমিতির সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করে এলজিইডি'র পক্ষ থেকে এলাকার সার্বিক উন্নয়নে তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণে সম্ভব সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচি

দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহে গঠিত পাবসসগুলো সমিতির বিধিবিধান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সাধারণ সদস্যদেরকে অবহিত করার লক্ষ্যে নিজস্ব উদ্যোগে একদিনের সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। যশোর জেলার সদর,শার্শা, মনিরামপুর উপজেলাধীন ডোলপুর-মুক্তেশ্বরী খাল, গজশ্রী-কাটাখালী ও গোবরাবিল-বাটকের বিল; সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ, সদর ও গোয়াইনঘাট উপজেলার বরম ছড়া, ধুলিয়া সাতবিলা, শিরিশিরি ছড়া ও শিয়ালি ছড়া উপ-প্রকল্পের সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচি যথাক্রমে ২২ আগষ্ট ২০০৭, ০৭ মে ২০০৮, ০২ জুন ২০০৮, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৮ ও ১১ অক্টোবর ২০০৮ নিজ নিজ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির অফিস ঘরে অনুষ্ঠিত হয়।

লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের বিশেষজ্ঞ সদস্য ডঃ তোফায়েল আহমেদ স্থানীয় সরকার কমিশনের সদস্য নির্বাচিত

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের বিশেষজ্ঞ পরামর্শক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ তোফায়েল আহমেদ গত ২৭ অক্টোবর ২০০৮ স্থানীয় সরকার কমিশনের সদস্য হিসাবে কমিশনে যোগদান করেছেন।

পাবসস পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তা

ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলাধীন শ্রীরামকান্দি উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) মহিলা ও পুরুষ সদস্যদের মধ্যে উন্নতমানের বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। এফএও এর সহায়তায় প্রাপ্ত এ বীজ (লাল শাক, গিমা কলমী, মরিচ ও তরমুজ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর একটি আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে পাবসস সদস্যদের মাঝে বিতরণ করে। উক্ত বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রকল্পের সোসিও ইকোনমিষ্ট, কৃষি ফ্যাসিলিটেটর, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, মধুখালী ও পাবসসের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় মধুখালী ও বোয়ালমারী উপজেলাধীন বিভিন্ন পাবসসের দরিদ্র সদস্যদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ বিতরণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে তরমুজ ছাড়া অন্যান্য বীজগুলি ব্যবহার করে কৃষকগণ ব্যাপক সফলতা পেয়েছেন।

অগ্রণী গন্ধব্যপুর উপ-প্রকল্পের সাফল্য

২৩ থেকে ৩০ আগস্ট জাতীয় মৎস্য সাপ্তাহ পালন উপলক্ষ্যে ২৬ আগস্ট ২০০৮ লক্ষীপুর সদর উপজেলার অগ্রণী গন্ধব্যপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি কার্যালয়ে একদিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

বিনামূল্যে প্রাপ্ত বীজ হাতে শ্রীরামকান্দি পাবসস সদস্যবৃন্দ

উক্ত প্রশিক্ষণে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব এ বি এম সিদ্দিক ও উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জনাব সুনীল চন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণ শেষে কর্মকর্তাগণ ইতোপূর্বে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১১ জন সদস্যের মৎস্য খামার পরিদর্শনে তাদের বাড়ীতে যান। চাষিদের পুকুরে মাছ ধরার দৃশ্য দেখে তারা সন্তোষ প্রকাশ করেন। মৎস্য চাষে সফলতার জন্য ৩১ আগস্ট ২০০৮ সমিতির কার্যকরি কমিটির সদস্য জনাব জাফরউল্লা খানকে পুরস্কৃত করা হয়। প্রশিক্ষণে জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উভয়েই সমিতি থেকে আরও প্রশিক্ষণার্থী নেয়ার এবং কমপক্ষে একটি পুকুরে মডেল মৎস্য চাষের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দেন। উল্লেখ্য যে, মৎস্য চাষ উপযোগী উপ-প্রকল্পটির ৮৭ জন সদস্য/সদস্যা ইতোপূর্বে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম গত ২৭ আগস্ট ২০০৮ প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে জনাব মোঃ শহীদুল হাসানের স্থলাভিষিক্ত হন।

রুচিশীল ব্যক্তিত্বের অধিকারী জনাব ইসলাম ১৯৮৮ সালে যুক্তরাজ্যের সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী

বিদায়ি প্রধান প্রকৌশলী মোঃ শহীদুল হাসানের হাতে ক্রেষ্ট তুলে দিচ্ছেন নতুন প্রধান প্রকৌশলী মোঃ নুরুল ইসলাম

লাভ করেন। ১৯৭৫ সালে তিনি রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্বদ্যিালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রী অর্জনের পরপরই গণপূর্ত বিভাগে সহকারী প্রকৌশলী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। পরে ১৯৭৮ সালের ২৬ অক্টোবর পল্লীপূর্ত কর্মসূচি পরবর্তীতে এলজিইডিতে রূপান্তরিত হয় এবং তিনি দীর্ঘদিন ধরে এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০২ সালে তিনি এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও ২০০৬ সালে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি লাভ করেন।

২৮ ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত তিনি প্রধান প্রকৌশলী হিসেব দায়িত্ব পালন করেন। চাকুরী জীবনে তিনি বিশ্বের বহু দেশ সফর করেছেন। পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে দারিদ্র্য হ্রাসের মাধ্যমে দেশ মাতৃকার উন্নয়নসাধনে তার গভীর ভাবনার ফসল এলজিইডি'র বর্তমান সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা IWRM ইউনিট।

প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম ১৯৫১ সালে পটুয়াখালী বাউফল উপজেলার কাছিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুইপুত্রের জনক। দুই ছেলেই অস্ট্রেলিয়ায় অধ্যয়ন করে বর্তমানে প্রবাসী জীবনযাপন করছেন। তার সহধর্মিনী মনোয়ারা খানম সরকারী তিতুমীর কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে অবসর নিয়েছেন।

ক্ষুদ্রঋণে সফল সংগ্রামী মহিলা সাহিদা খাতুন

সাহিদা খাতুনের ছাগলের খামার

সাহিদা খাতুন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নিরন্তর সংগ্রামী এক মহিলা। রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলাস্থ ঢেঁকিপাড়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সক্রিয় সদস্য এ মহিলা পাবসস গঠনের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই সমিতির সাথে যুক্ত থেকে নিয়মিত শেয়ার, সঞ্চয় জমা রাখার পাশাপাশি সমিতির সাপ্তাহিক, মাসিক সভা ও অন্যান্য কর্মকান্ডে নিয়মিত যোগদান করে থাকেন।

অভাবের সংসারে তিন ছেলে ও দুই মেয়ের ভরণপোষণ যোগাতে গিয়ে এ মহিলা হিমশিম খেতে ছিলেন। দারিদ্র্য যেন কিছুতেই তার পিছু ছাড়ছিল না। এদিকে তার স্বামী বেকার, কাজকর্ম কিছুই করতে পারে না। এমনই দিশেহারা পরিস্থিতিতে সাহিদা খাতুনের পরিচয় ঘটে তাদের উপ-প্রকল্পের সাধারণ ফ্যাসিলিটেটর মোঃ সিরাজুর রহমান পাশার সাথে। আলোচনা হয় তার পারিবারিক অভাব-অনটন আর সমস্যাদি নিয়ে। আলোচনান্তে ফ্যাসিলিটেটর তাকে পাবসস থেকে ঋণ নিয়ে ছাগল পালনের পরামর্শ দেন। পরামর্শ মোতাবেক সাহিদা খাতুন পাবসস থেকে ক্ষুদ্রঋণ পেতে আবেদন করলে ঋণ উপ-কমিটির সুপারিশক্রমে পাবসস তাকে ৩৬,০০০ টাকা ক্ষুদ্রঋণ দেয়।

ঋণের শর্তানুসারে তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে সাতটি ছাগল কিনে উপজেলা পশুসম্পদ কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে পালন করতে থাকেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তার ছাগলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বাড়তি ছাগল বিক্রি করে তার বেশ লাভ হয় যা থেকে তিনি ঋণের কিস্তি জমা দিয়ে লাভের অংশবিশেষ সঞ্চয় হিসাবে জমা রাখেন। বর্তমানে তার ছাগলের সংখ্যা দাড়িয়েছে ২০টি। সংসারে কোন অভাব-অনটনও নেই। নিজের আয় দিয়ে তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। তার মাসিক আয় এখন ৮,০০০ টাকা থেকে ১০,০০০ টাকা। তার এ সাফল্যে স্বামীসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও গর্বিত।

সাহিদা খাতুন তার অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য পাবসস এর ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ ঋণ উপ-কমিটির সহযোগিতা ও অবদানের কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি পরামর্শ দাতাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে সফলতার দৃষ্টান্ত মাহেরুন খাতুন

মাহেরুন খাতুন রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলাধীন ঢেঁকিপাড়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর এক সক্রিয় সদস্যা।

পাবসস এর সদস্য হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি নিয়মিত শেয়ার, সঞ্চয় জমা প্রদান করে আসছেন এবং সমিতির সাপ্তাহিক ও মাসিক সভাসহ অন্যান্য কর্মকান্ডে নিয়মিতভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। মাহেরুন খাতুন তার অসুস্থ বেকার স্বামী, ১ ছেলে ও ৩ মেয়েকে নিয়ে অসহায়ভাবে জীবন যাপন করেন। অভাব যেন তার নিত্যদিনের সাথী। অভাবের তাড়নায় সন্তানদের পড়া-শুনা বন্ধ করে দেয়ার উপক্রম হয়। এমতাবস্থায় তিনি ঢেঁকিপাড়া খাল উপ-প্রকল্প এর সাধারণ ফ্যাসিলিটেটর মোঃ সিরাজুর রহমান পাশার পরামর্শ ও সহযোগিতায় প্রকল্পের ক্ষুদ্রঋণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন এবং পাবসস থেকে ২০,০০০ টাকা ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে ঋণের টাকা দিয়ে এক চালার একটি ঘর তৈরী করে সেখানে মুদির দোকান দেন।

মাহেরুন খাতুনের মুদি দোকান

ধীরে ধীরে তার ব্যবসায় লাভ হতে থাকে। বর্তমানে প্রতিদিন ২-৩ হাজার টাকার মালামাল বিক্রি হয়। এতে যা লাভ হয়, তাতে মাহেরুন খাতুনের সংসার ভালভাবেই চলে যায়। তার এক মেয়ে এখন কলেজে পড়ছে। অন্য দুই মেয়ে স্কুলে পড়াশুনা করছে। তাদের পড়াশুনার খরচ চালাতে এখন তার কোন অসুবিধা হচ্ছে না। একমাত্র ছেলে মায়ের পাশে থেকে মুদির দোকানে সহযোগিতা করছে।

বর্তমানে তার সংসারে কোন অভাব অনটন নেই। এখন তিনি এলাকায় একজন আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বাবলম্বী মহিলা হিসেবে পরিচিত। অবস্থার পরিবর্তনের জন্য পাবসস এর ক্ষুদ্রঋণ তার ভাগ্যের পরিবর্তনের চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করেছে বলে তিনি মনে করেন।

মাহেরুন খাতুন জানান তার অর্থনৈতিক পরিবর্তনের জন্য ঢেঁকিপাড়া খাল পাবসস লিমিটেড এর ঋণ উপ-কমিটি ও ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট তিনি কৃতজ্ঞ।

পাবসস এর ব্যবস্থাপনা বিষয়াদি মাঠ পর্যায়ে নিয়মিত পরিবীক্ষণ

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্থ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে স্থানীয় পর্যায়ে উদ্ভূত যেকোন দ্বন্দ্ব নিরসনকল্পে সরকার উপজেলা পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে স্থানীয় দ্বন্দ্ব নিরসন কমিটি (Local Conflict Resolution Committee) গত ২৩ এপ্রিল ২০০২ গঠন করা হয়।

- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা
- সহকারী কমিশনার (ভূমি)
- উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা
- উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা
- উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান
- উপ-প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে মহিলা সদস্য
- সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সভাপতি
- উপ-প্রকল্প এলাকার সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের একজন প্রতিনিধি
- উপজেলা প্রকৌশলী

এ কমিটির প্রধান দায়িত্ব প্রকল্পের আওতায় কোন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ও বাস্তবায়নের পরে কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে তা নিরসন করা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করা।

প্রকৌশলী মোঃ আনোয়ারুল হক
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (IWRM) ইউনিটের প্রধান

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক ৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা (আইডব্লিউআরএম) ইউনিটের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে যোগদান করে ইতোমধ্যেই একে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

প্রকৌশলী আনোয়ারুল হক ১৯৫৩ সালে ময়মনসিংহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার বাচামরা ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় থেকে ১৯৭৬ সালে পুরকৌশলে স্নাতক এবং ১৯৮৫ সালে যুক্তরাজ্যের সাউদাম্পটন ইউনিভার্সিটি থেকে ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন।

ফলিয়ার বিলে মৎস্য চাষ

মৎস্য চাষে সম্ভাবনাময় ফলিয়ার বিল উপ-প্রকল্প এলাকার অনেক মৎস্য চাষি মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। মূলতঃ এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মৎস্য চাষিদের উদ্যোগে আয়োজিত গত ৭ মে ২০০৮ বিকাল ৩ টায় ত্রিপল্লী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এ বছর বর্ষাকালে বর্ষাপ্লাবিত ফলিয়ার বিল উপ-প্রকল্প এলাকায় পাবসস এর মাধ্যমে মাছের চাষ করা হবে। সভায় মৎস্য চাষ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে মৎস্য চাষ পরিচালনা উপ-কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করে তাদেরকে মৎস্য চাষের দায়িত্ব দেয়া হয়। প্রকল্প এলাকার দুই ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ০২ জন চেয়ারম্যানকে মৎস্য চাষ পরিচালনা উপ-কমিটির উপদেষ্টা হিসাবে মনোনয়ন দেয়া হয়। মৎস্য চাষ পরিচালনা উপ-কমিটি ৫০০ টাকা মূল্যমানের ৫৮৮৬ টি শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে ২৯,৪৩০০০ টাকা মূলধন সংগ্রহ করত মাছ চাষ শুরু করে। কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তারা ২ জুলাই থেকে ১১ আগস্ট পর্যন্ত বিলে পোনা মাছ অবমুক্ত করে। বর্তমানে তারা মাছ বিক্রি করছে এবং প্রাপ্ত শেষ তথ্য মতে ৫৬০০,০০০ টাকার মাছ বিক্রি হয়েছে। উপ-প্রকল্পের মৎস্যজীবিদেরকে তারা পাহারাসহ মাছ ধরা ও বিক্রি কাজে নিয়োজিত করার ফলে তাদের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। মৎস্য চাষ কর্মকাণ্ডে তাদের বিনিয়োগ ১৮ লক্ষ টাকা।

ফলিয়ার বিলে মাছ ধরার দৃশ্য

শোক সংবাদ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটে কর্মরত নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ শাহরিয়ার খান ২৫ ডিসেম্বর ২০০৮ সকাল ৮ টায় মাত্র ৪৫ বছর বয়সে এ্যাপোলো হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে .....)। ঐ দিন বাদ জোহর এলজিইডি ভবনে মরহুমের জানাজা শেষে বনানী গোরস্থানে দাফন করা হয়। মরহুম শাহরিয়ার খান ১৯৬৪ সালের ১৪ মার্চ নরসিংদি জেলার পলাশ উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম আঃ মজিদ খান ছিলেন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রধান প্রকৌশলী। মরহুম শাহরিয়ার খান চট্টগ্রাম প্রকৌশল মহাবিদ্যালয় থেকে ১৯৮৭ সালে স্নাতক এবং ২০০৬ সালে নেদারল্যান্ডের হাইড্রলিক্স এন্ড এনভায়রনমেন্ট ইনস্টিটিউট থেকে ওয়াটার রিসোর্স মেনেজমেন্ট বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, মা ও ভাইবোনসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী

জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি (ডান থেকে তৃতীয়); মোঃ নুরুল ইসলাম, প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী (ডান থেকে দ্বিতীয়); মোঃ আনোয়ারুল হক, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, আইডব্লিউআরএম, (বামে) ও মোহাম্মদ লোকমান হাকিম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ (সর্ব ডানে)।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ২৮ ডিসেম্বর ২০০৮ প্রধান প্রকৌশলী হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছেন। এ দিন তিনি প্রাক্তন প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুল ইসলামের নিকট থেকে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রকৌশলী মোঃ ওয়াহিদুর রহমান চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (তৎকালীন প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়) থেকে ১৯৭৭ সালে পুরকৌশলে স্নাতক ও ১৯৮৭ সালে যুক্তরাজ্যের সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেচ প্রকৌশল বিষয়ে এমএসসি ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি ১৯৮২ সালে এলজিইডিতে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৯৩ সাল থেকে জানুয়ারি ২০০২ পর্যন্ত তিনি পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২১ সহ বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। এর পর তিনি এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং ২০০৮ সালের ০১ জানুয়ারি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ফিলিপাইন, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের ২২টি দেশ সফর করেছেন। প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ১৯৫৩ সালের ১২ ডিসেম্বর কুমিল্লা জেলাস্থ চৌদ্দগ্রাম উপজেলার যশপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বোধখানার বিল উপ-প্রকল্পের ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন চুক্তি

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২য় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পের আওতায় যশোহর জেলার কিকরগাছা উপজেলার বোধখানার বিল উপ-প্রকল্পর ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এক জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় পাবসস কার্যালয়ে সম্পাদিত ২৯ মার্চ ২০০৭ চুক্তিনামায় এলজিইডি, বোধখানার বিল পাবসস ও ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে নির্বাহী প্রকৌশলী নাজমুল আলম, পাবসস সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান স্বাক্ষর করেন। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন যে, এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নসহ অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করলেও এ পানি সম্পদ প্রকল্পটি একটু আলাদা। এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে পাহাড় থেকে নেমে আসা পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের টেকসই উন্নয়ন ঘটিয়ে উপ-প্রকল্প এলাকার দারিদ্রহ্রাস করা। একারণেই উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ থেকে শুরু করে বাস্তবায়নসহ এর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সকল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়। বোধখানার বিল পানি নিষ্কাশন ও সংরক্ষণ উপ-প্রকল্প তথা বোধখানার খালে একটি দুই ভেন্ট রেগুলেটর এবং সমিতির অফিস ঘর নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে এলাকার বন্যা প্রতিরোধের পাশাপাশি পাহাড় থেকে নেমে আসা পানি সংরক্ষণ করে বোরো মৌসুমে ফসলে সরবরাহ করা যাবে।